Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 434 - 442
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 434 - 442
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নারী ও শিক্ষা : কন্যাশ্রী প্রেক্ষাপট

লাকী কর
গবেষক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসত
Email ID : lakikar29101995@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Education, Culture, Kanyashree, Empowermen, Gender.

Abstract
Women can be considered as one of the most important human resources of the society. The status of women in a society is an indicator of the quality of social organizations of that society. Therefore, the development of the entire world is not possible without the upgradation of women's condition and empowerment, and the best tool for this women empowerment is education. During the British period, education became a tool of colonial domination, although only a minority had access to that education and were able to enjoy all its benefits. It was in this context that the social reformers of the 19th century raised the demand for women's education. However, despite various efforts, women are somehow deprived of education and other basic rights due to various reasons such as poverty, child marriage, gender discrimination, inequality etc. West Bengal as a state of India is no exception. Therefore, with the aim of overall development and empowerment of girls in West Bengal, in 2013, under the inspiration of Hon'ble Chief Minister Ms. Mamata Banerjee, the Women and Child Development and Social Welfare Department of West Bengal Government launched the Kanyashree Project, which aims to prevent school dropout, child marriage and child pregnancy aiming to empower adolescent girls through financial independence. This research paper aims to confirm whether Kanyashree project plays an active role in improving the social status of women and thereby empower them? - Attempts have been made to uncover it. In this case, the role of Kanyashree project in promoting women's education and ensuring self-reliance has been explored in a primary study of 100 kanyashrees in selected women colleges in North 24 Parganas and the awareness of the beneficiaries about their position has been verified.

Discussion

একটি সমাজের নারীর অবস্থান সেই সমাজের সামাজিক সংগঠনসমূহের মান নির্ধারক, তাই নারীর অবস্থার উন্নতি ব্যতীত সমগ্র বিশ্বের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এমনকি, যে দেশ বা সমাজে নারীর সম্মান নেই সেই দেশ বা সমাজও সম্মানিত নয়। বাস্তবিকভাবে গোটা বিশ্বের নিরিখে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, সাংস্কৃতিক চর্চা সবেতেই পুরুষের তুলনায় নারীর অনুন্নত অবস্থানের প্রতিচ্ছবিই ধরা পড়ে। নারীর এই মর্যাদাগত অবস্থানের একটি ইতিহাস বর্তমান, যা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 434 - 442
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একেবারেই সুখকর নয়। আর এই অসুখের মূল কারণ হল পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ। বিশিষ্ট নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিক V. Geetha (2007) বলেন, পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্রই একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে নারীর আত্মপ্রকাশের প্রধান অন্তরায়। এর থেকেই সমাজে অসাম্য, বিভাজন ও লিঙ্গ বৈষম্যের সৃষ্টি এবং লিঙ্গ ভূমিকা পালনের মধ্যে দিয়েই মেলে এগুলির সামাজিক স্বীকৃতি।[১] এ প্রসঙ্গে Kumar (2010)-কে অনুসরণ করে বলা যায়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার বিষদ ব্যাখ্যা করলে তার সাথে নানাবিধ বিধি-নিষেধ - যথা শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন নেতিবাচকতাও উঠে আসে যা জন্মের পর থেকে সামাজিকীকরণের প্রত্যেকটি স্তরেই তাদের কাছে প্রতিভাত হয়।[২] একটি পরিবারে একজন পুত্র সন্তানকে উদযাপন ও আড়ম্বরের মধ্যে দিয়ে স্বাগত জানানো হয়, অন্যদিকে কন্যা সন্তান অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়। আজীবন নির্ভরতা ও নিরাপত্তাহীনতার সাথে জুড়ে দেওয়া হয় নারীর জীবন। বিবাহ ও মাতৃত্বকেই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য রূপে দাগিয়ে দেওয়া হয়। স্বভাবতই, সে যেন বিবাহের জন্য বলি প্রদত্ত। শৈশব থেকেই আবাসগৃহের ওপর অধিকারহীনতা ও নতুন অজানা পরিবারে গিয়ে মানিয়ে চলার শিক্ষা পায় সে। শুধু তাই নয়, পিতৃতান্ত্রিকতায় গ্রথিত প্রচলিত বিশ্বাস, প্রথা, আচার-বিধি নারীর জন্য শুচি-অশুচি, শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার ধারণা গড়ে তোলে যা কিনা ঋতুস্রাবের মত সাধারণ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকেও নারীর অশুচিতা হিসেবে পরিগণিত করে, তার শিক্ষা গ্রহণকে পরিবার-পরিজনের বিপদের কারণ হিসেবে উল্লেখ করে। এমনকি সাহিত্য ও পাঠ্যক্রমগুলিতেও গতানুগতিক সমাজ নির্দেশিত পথেই নারী ও নারীত্বের উপস্থাপনা করা হয় যা কিনা লিঙ্গ অসাম্যের শিক্ষা প্রদান করে। এভাবেই প্রতিনিয়ত সমাজ তথা পরিবার তাকে সমাজে গ্রহণযোগ্য নারী হয়ে ওঠার শিক্ষা দিয়ে থাকে। পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যে এর ভিন্ন চিত্র প্রতিফলিত হয় তেমনটা নয়। এমতাবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হল শিক্ষা। নারী যদি উচ্চশিক্ষিত হয় তবে জাতিও উচ্চ উন্নয়নমুখী হবে। অথচ এই লিঙ্গ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর উচ্চ শিক্ষা তো দূরহ, নিদেনপক্ষে সাক্ষরতার পথেও রয়েছে নানান বাধা। গবেষক Biswas (2017) এর মতে, উক্ত বাধাগুলিই আজও নারীকে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলো থেকে দূরে রাখে।[৩]

শিক্ষার কথা আলোচনা করতে গেলে গবেষক Suguna (2011)-র বক্তব্যকে পাথেয় করে বলা যায়, শিক্ষা হল মানবসম্পদ উন্নয়নের সর্বোত্তম হাতিয়ার। এর মাধ্যমে মানুষ কর্ম ও চিন্তার নতুন উপায় শেখে। শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির ব্যক্তিগত, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নের বাহক। শিক্ষাই পারে ব্যক্তিজীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে। এককথায় বলা যেতে পারে, শিক্ষাই পারে গঠন মূলক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে সমাজকে উচ্চতর অবস্থানে উন্নীতকরণে সাহায্য করতে। তাই সমাজ তথা জাতি গঠনে শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। একটি জাতি গঠিত হয় তার সমস্ত রকম প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সমন্বয়ে। আর এগুলির প্রতিটির উন্নয়ন হলে তবেই জাতির সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, যা জাতি গঠনের মূল্যবান মানবসম্পদ।[৪] সেই প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ স্বাভাবিক হওয়া উচিত কারণ নারীর উন্নয়ন মানে জাতির উন্নয়ন। শিক্ষার মাধ্যমে নারী উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারে, যা তার ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে এবং সামাজিক অন্যায় ও অসম্যের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তাকে সচেষ্ট করে তুলতে পারে। এর ফলে তারা স্বাধীন মত প্রকাশ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহনে সক্ষম হতে পারে। শিক্ষাই ব্যক্তি স্বাধীনতার নির্ধারক, আর স্বাধীনতা উন্নয়নের। তাইতো বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন (২০১৬) বলেছেন, ‘স্বাধীনতা অর্জন শুধু উন্নয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য নয় তার প্রধান পন্থাও বটে।’[৫] সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি তার স্বাধীনতা লাভ করতে পারে এবং তাতেই নিজের ও সমাজের উন্নতি সাধন সম্ভব। তিনি আরও বলেন যে ‘যথার্থ সামাজিক সুযোগ পেলে ব্যক্তিমাত্রই নিজের ভাগ্য সুচারুরূপে গড়তে পারে।’[৬] অর্থাৎ ব্যক্তির জীবনে সুযোগ অত্যাবশ্যক এবং এই সুযোগ আসে শিক্ষার মাধ্যমে। তবে আমাদের এই সমাজে ব্যক্তি হিসেবেই হোক কিংবা অপরিহার্য মানব সম্পদ হিসেবে নারীর সুযোগের বড়ই অভাব।

সমাজ ব্যবস্থার বিস্তর উন্নতির পরেও বলা যেতে পারে যে, আমরা এমন এক সমাজর অংশ যেখানে মেয়েদের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়কে অপচয় বলে মনে করা হয়, শিক্ষার তুলনায় অগ্রাধিকার পায় তার বিবাহ। তাইতো বাল্যবিবাহের মতো অসামাজিক বর্বরতা আজও বিদ্যমান যার করুন পরিণতি বিদ্যালয় ছুট ও শৈশব থেকে বঞ্চিত হয়ে বাল্য মাতৃত্ব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 434 - 442
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লাভ। এই পরিস্থিতি থেকে পশ্চিমবঙ্গের কন্যাদের রক্ষা করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করে যার মূল লক্ষ্য শিক্ষার প্রসারের মধ্যে দিয়ে নারীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।[৭] গতবছরে এই কন্যাশ্রী প্রকল্প রূপায়ণের এক দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে উক্ত প্রকল্প সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণা ও লেখালেখি হয়েছে এবং হচ্ছে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের নারীদের সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে প্রকল্পটির ভূমিকা অনুসন্ধান বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই উক্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় কন্যাশ্রী প্রকল্প নারীর সামাজিক অবস্থান উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়নে কতখানি তৎপর? – তা উদঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শুরুতেই বলে নেওয়া দরকার যে ভারত তথা বাংলায় নারীর মর্যাদাগত অবস্থার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও নারী শিক্ষার পটভূমি এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতঃপর গবেষণা প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের লক্ষ্যে নারী শিক্ষার প্রসার ও স্বাবলম্বীতা নিশ্চিতকরণে কন্যাশ্রী প্রকল্পের ভূমিকা অন্বেষণ এবং নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সুবিধাভোগীদের সচেতনতা যাচাই করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উপলব্ধ সরকারি ওয়েবসাইট, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ও গবেষণালব্ধ ফলাফল ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত গৌণ তথ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার চারটি নির্বাচিত মহিলা ডিগ্রি কলেজের ১০০ জন কন্যাশ্রী সুবিধাভোগীদের থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যের অবতারণা করা হয়েছে। উক্ত চার কলেজের প্রতিটি থেকে সুবিধাজনক নমুনাচয়ন পদ্ধতিতে ২৫ জন করে কন্যাশ্রীকে উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করে প্রশ্নমালা প্রেরণ ও গ্রুপ ডিসকাশন-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কন্যাশ্রীদের শিক্ষা, স্বাবলম্বীতা, সচেতনতা সব মিলিয়ে নারীর সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন তথা ক্ষমতায়নে কন্যাশ্রীর তৎপরতা বিশ্লেষিত হয়েছে।

ভারত তথা বাংলায় নারীর মর্যাদাগত অবস্থার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় মূলত নারীর অধঃস্তনতার প্রতিচ্ছবিই প্রগাঢ় হয়। এর প্রধান কারণ নারীর অশিক্ষা। তবে সময়ের সাথে সাথে ছবিটা বদলেছে। এপ্রসঙ্গে গবেষক Roy (2017) বলেন, পূর্বে নারী শিক্ষা নিয়ে সেভাবে চিন্তাভাবনা করা না হলেও বৈদিক যুগে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী বেশ খানিকটা প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। 'সর্বমুখরমুকা'-এর তথ্য অনুযায়ী ঋকবেদের কুড়িজন লেখিকার হদিশ মেলে। সে যুগের কয়েকজন বিখ্যাত মহিলা পন্ডিতদের মধ্যে গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা, অপালা, ঘোষা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বৈদিক যুগের শুরুতে তারা পুরুষের ন্যায় সমান অবস্থান ও অধিকার ভোগ করতেন।[৮] ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পরে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। মধ্যযুগে ইসলামিক শাসনের উত্থাপন নারীর স্বাধীনতা ও অধিকারকে খর্ব করেছিল। সেই কারণে মধ্যযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্ধকারময় যুগ হিসেবে পরিচিত। সেসময় পর্দা প্রথা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে নারী শিক্ষা দুর্বল ও প্রত্যাখ্যাত হতে থাকে। বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন রীতিনীতি ও প্রথা নারীদের অবস্থানকে আরও অবনতি ও অবমূল্যায়নের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ ভারতে নারী শিক্ষার বিষয়টি বেশ অবহেলিত থাকলেও কিছু সংখ্যক নারী (যারা মূলত উচ্চবর্ণের অন্তর্ভুক্ত) শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পায়।[৯] ঔপনিবেশিক যুগে ধীরে ধীরে নারীর প্রশ্নে ভারতীয় সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। উনিশ শতকে ভারত ব্রিটিশ শাসকদের প্রবর্তিত নিয়ম-নীতির দরুন এক গুরুত্বপূর্ণ বদলের সাক্ষী থাকল। বদল ঘটলো শিক্ষাক্ষেত্রেও। সেই সময় পুরুষের শিক্ষাব্যবস্থা দ্রুত পুনর্জীবিত হল, ধীরে হলেও নারী শিক্ষা কিছুটা গতি অর্জন করে। ক্রমে বাংলাও সামাজিক সংস্কৃতির ক্ষেত্র হয়ে ওঠে এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে ভারতীয় তথা বাঙালির পরিচিতি ঘটে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রবর্তন নারী শিক্ষার বিষয়টিকে তরান্বিত করে। ফলস্বরূপ, একদিকে যেমন সনাতন পুরুষতান্ত্রিক নীতিগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নারী মুক্তির দাবি উঠতে লাগল তেমনি আবার পাশ্চাত্য উদ্ধার সংস্কৃতির প্রভাবকে ভয় পেয়ে গোরা সনাতনীরা নারীর ওপর দমন-পীড়ন, নিয়ন্ত্রণ আরও তিব্র করতে লাগল।

উপরিউক্ত প্রেক্ষিতে Banerjee (2022) বলেন, উনিশ শতকে বাংলায় নারীর অবস্থান ছিল নিম্নমানবিক। তারা তাদের বেঁচে থাকার অধিকার থেকেও এক প্রকার বঞ্চিত ছিল। বাল্যবিবাহের মতো কুপ্রথা বিদ্যমান ছিল; বিধবাদের জোরপূর্বক মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সহমরণে যাবার জন্য বাধ্য করার মতো বর্বরতাও ছিল সেই সমাজে, যার নামকরণ করা হয়েছিল 'সতী'। নারীর সেই ভয়ঙ্কর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা তৎকালীন সমাজ সংস্কারকদেরকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রমুখের অবদান অপরিসীম। ক্রমে তাঁরা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 434 - 442
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বুঝতে পেরেছিলেন সমাজকে এই বর্বরতা থেকে মুক্ত করতে গেলে নারী মুক্তি জরুরী, যা সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমেই। সেই কারণে সেসময় মেয়েদের শিক্ষাভিমুখী করার লক্ষ্যে একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে; বাল্যবিবাহ, সতী প্রথা নিরসনের জন্য প্রণীত হয় আইন। এভাবেই শুরু হয় বাংলার সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসূচি, নবজাগরণ।[১০] গতি পায় নারী মুক্তি আন্দোলন। প্রাবন্ধিক Gull (2014) এর মতে, উনিশ শতকের শেষের দিকে মহিলারা নিজেরাই এই আন্দোলনের হাল ধরেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৮৬ সালে 'সখি সমিতি' নামে একটি মহিলা সংগঠন চালু করেন, যার প্রধান কাজ ছিল নারী শিক্ষার পথ প্রশস্ত করা ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিধবাদের স্বাবলম্বী করে তোলা। শুধু তাই নয় সেসময় ভারতীয় তথা বাঙালি নারীরা লেখালেখির মতো কাজের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। মনকুমারী বসু, নগেন্দ্রকলা মুস্তাফা, কামিনি রায় প্রমূখের মতো সেই সময়ের লেখিকাদের বহু সংখ্যক ভালো লেখার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতিতেও মেলে নারীর শিক্ষা, কর্তব্য, নৈতিকতার নিদর্শন। ক্রমে নারীরা লেখালেখির মতো রাজনৈতিক, সংস্কারমূলক গণপরিসরের সাথেও নিজেদেরকে সংযুক্ত করে।[১১] তবে সে সংখ্যা নিতান্তই সামান্য। নারীরা চাইলেও পুরুষ প্রভাবশালী সমাজব্যবস্থায় তাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়না। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গান্ধীজি (১৮৬৯-১৯৪৮) নারী শিক্ষার তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, একজন পুরুষকে শিক্ষিত করার অর্থ একজন ব্যক্তিকে শিক্ষিত করা, আর একজন নারীকে শিক্ষিত করার অর্থ একটা গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করা। সেই কারণে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা খুবই জরুরী। তিনি ১৯১৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি নারী শিক্ষার প্রসার ও নারীর মর্যাদা উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি মহিলাদের শিক্ষিত হয়ে নিজেদের প্রকৃত অধিকার বুঝে নেবার কথা বলেন।[১২] এভাবেই ভারত তথা বাংলায় নারী শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হতে থাকে। এরই সাথে স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও নারীর জন্য শিক্ষা সহ অন্যান্য অধিকার সুরক্ষার প্রবিধান আনা হয়। মান, মর্যাদাবৃদ্ধি; বৈষম্য থেকে মুক্তি সহ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন প্রনয়ন করা হয়। ভারতের সংবিধান সকল ভারতীয় নারীর জন্য সাম্য নিশ্চিতকরণ (অনুচ্ছেদ ১৪), পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় আসন সংরক্ষণ (২৪৩ ডি)(৪টি), সমসুযোগ (অনুচ্ছেদ ১৬), সমকাজের সমবেতন (অনুচ্ছেদ ৩৯ (ডি)), এছাড়া অনুচ্ছেদ ১৫(৩)-এ নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষাধিকার, নারীর মর্যাদা অবমাননার অভ্যাস ত্যাগ করা (অনুচ্ছেদ ৫১(এ)(ই)) ইত্যাদির কথা বলে।[১৩]

এভাবেই স্বাধীনতা পরবর্তীতে ভারত সরকার নারীর মর্যাদাগত অবস্থান উত্তরনে নারী শিক্ষার প্রতি অধিক উদ্যোগী হয়। ৮৬তম সাংবিধানিক সংশোধনীতে ৬-১৪ বছরের শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়। ভারতীয় সংবিধান ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বালক, বালিকা উভয়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত করে। দেশব্যাপী প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলগুলোতে নারীর নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষা ও সচেতনতা প্রসারের লক্ষ্যে ভারত সরকার চালু করেন স্বাক্ষর ভারত মিশন। বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতিতে নারী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[১৪] এছাড়া নারীর শিক্ষা ও অগ্রগতির লক্ষ্যে একের পর এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-২০১৭), সর্বশিক্ষা অভিযান (২০০০), রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (২০০৯), নব্য শিক্ষা নীতি (২০২০) -সহ গৃহীত হয়েছে নানাবিধ কর্মসূচি ও উদ্যোগ। বর্তমানে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য রয়েছে সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ একক কন্যা সন্তান বৃত্তি, একক কন্যা সন্তান স্নাতকোত্তর ইন্দিরা গান্ধী বৃত্তি, পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ সহ নানাবিধ বৃত্তির ব্যবস্থা। পিছিয়ে নেই পশ্চিমবঙ্গও। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের কন্যাদের শিক্ষায় ধরে রাখতে আনা হয়েছে কন্যাশ্রী প্রকল্প।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে শিক্ষা হল মানব উন্নয়নের মাধ্যম। তাই ভারতবর্ষে নারীর অবস্থার উন্নতির জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপগুলির মধ্যে শিক্ষার স্থান শীর্ষে। তবে আজও ভারতবর্ষের মতো দেশে শিক্ষা মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষের একটি অন্যতম রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানকার অধিকাংশ পরিবারের কর্তৃত্বে থাকেন পুরুষ সদস্য। জীবনের নানা ক্ষেত্রগুলিতে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্যই থাকেনা। গৃহিনী হিসেবে ঘর করা এবং সন্তান প্রজননেই যেন তার জীবনের সার্থকতা। তার শিক্ষা গ্রহণ; স্বনির্ভরতা প্রভৃতি এখানে গৌণ। গৃহের ক্ষুদ্র গন্ডিতে বন্দী দশায় থাকার কারণে তারা যথাযথ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 434 - 442
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানসিক বিকাশ থেকেও বঞ্চিত। নারীর এই প্রকৃত মর্যাদা লাভের মুখ্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তাঁর শিক্ষার অভাব। আর এর সবথেকে বড় প্রমাণস্বরুপ আজও দেশে পুরুষের তুলনায় নারী স্বাক্ষরতার হার কম। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, এদেশে নারী সাক্ষরতার হার ৬৫.৪৬ শতাংশ, যেখানে পুরুষ সাক্ষরতার হার ৮২.১৪ শতাংশ। ১৫-২৪ বছর বয়সী মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৭৪ শতাংশ, সেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে সেই হার ৮৮ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে মহিলা সাক্ষরতার সংখ্যা ২,৭৭,১৯,৪৭১ জন, সেখানে পুরুষ সাক্ষরতার সংখ্যা ৩,৩৪,১৮,৮১০ জন।[১৫] এখনো পর্যন্ত দেশের জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ মনে করে মেয়েদের পড়াশোনার চাইতে সংসার ধর্মই শ্রেয়। তাদের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় অপচয়। এছাড়া আর্থিক অসঙ্গতি তো রয়েছেই। শিক্ষা, নিরক্ষরতার সাথে বেকারত্বও সম্পর্কিত। ফলত স্বাভাবিকভাবেই মহিলারা আর্থিক দিক থেকেও পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে। মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে বেকারত্বের হার যথাক্রমে ৭.২% ও ৪% [68 survey of National Sample Survey [NSS) Ministry of Statistics and Program Implementation]। মেয়েদের স্বনির্ভরতার বিষয়টিকে এখানে লঘু করে দেখা হয়, যা নারীর স্বাধীনতা, ক্ষমতায়ন, তথা মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বনির্ভরতা, স্বাস্থ্য সবেতেই অগ্রাধিকার পায় পরিবারের পুত্র সন্তানরা। মেয়েরা যেন পরিবারের বোঝা - এই কারণেই তো বলা হয় 'কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা'। তাই তাদের সাত তাড়াতাড়ি পাত্রস্ত করে দায়মুক্ত হতে চায় উদ্যোগী পরিবার। ফলস্বরূপ বহু মেয়ের মাঝপথে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়, তারা স্কুল ছুট হতে বাধ্য হয় এবং বিবাহের জন্য বলি প্রদত্ত হয়ে ওঠে যার কারণে সমাজে বাল্যবিবাহের মতো কুপ্রথার ধারা এক প্রকার অব্যাহত থেকে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর শিকার হয় কন্যারা। এ প্রসঙ্গে Ghosh (2011)-এর মন্তব্য অনুসরণ করে বলা যায়, Prohibition of Child Marriage Act 2006 অনুযায়ী মেয়েদের বিবাহের বয়স ১৮ ও ছেলেদের ২১ ধার্য করা হলেও নিষেধাজ্ঞা মূলক আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ঘরে ঘরে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিবাহ হয়ে চলেছে। পরিণতি স্বরূপ অনেক ক্ষেত্রে তাদের পণপ্রথা, পাচার, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ ইত্যাদির মত অপরাধেরও শিকার হতে হয়। একে অল্প বয়সে বিবাহ তার ওপর পনের জন্য স্বামী, শ্বশুরালয়ের চাপ-অত্যাচার সব মিলিয়ে নাবালিকার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এই অল্প বয়সে বিবাহের সাথে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত, তা হলো নারী স্বাস্থ্য। অল্প বয়সে বিবাহের ফলে তাদের বাগদানও অল্প বয়সেই হয়ে যায়, ফলে ছোটো বয়সেই তারা গর্ভবতী হয়। যা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। এছাড়া অপুষ্টি, দারিদ্র, চিকিৎসার অভাব, সচেতনতার অভাব ইত্যাদি তো রয়েছেই।[১৬] ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে বাল্যবিবাহের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্থ। পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহের হার ৫৪.৭ শতাংশ [National Family Health Survey Report-V]।

সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রটা খানিকটা পাল্টাতে শুরু করেছে। সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগে রাজ্য তথা জাতীয় স্তরে চলছে নানাবিধ নারী কল্যাণমূলক কর্মসূচি। বিভিন্ন আইন, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর শিক্ষা সহ অন্যান্য অধিকার ও মর্যাদার পথ প্রশস্ত হয়েছে। এ কথা সত্যি যে আজও নারীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার শেষ নেই। অনেক বাঁধার প্রাচীর এগিয়ে চলার গতিকে স্তিমিত ও ব্যাহত করেছে। তবে এগুলিকে ঠেলে সামনের দিকে এগোনোর প্রচেষ্টাও চলছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' এমনই একটি প্রচেষ্টা। এটি একটি নারী বান্ধব প্রকল্প। মূলত কিশোরী মেয়েদের বিদ্যালয় ছুট, বাল্যবিবাহ, বাল্য মাতৃত্ব প্রতিরোধার্থে এবং আর্থিক স্বাবলম্বীতা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতার্থে ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতি মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করে।[১৭]

শিক্ষার মাধ্যমে নারীর মর্যাদার পরিবর্তন তথা ক্ষমতায়নে কন্যাশ্রী প্রকল্পের ভূমিকা বুঝতে গেলে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অবশ্যক। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ১০ থেকে অনধিক ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে রয়েছে ১.৭ কোটি মানুষ। এর মধ্যে ৪৮.১% মহিলা। ডি.এল.এইচ.এস.৩ সমীক্ষা অনুযায়ী শিশু বিবাহের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের ৫৪.৭৪% সদ্য বিবাহিতা মহিলার বিয়ে হয়েছে ১৮ বছরের কম বয়সে। গ্রামাঞ্চলে এই হার ৫৭.৯%। The Selected Education Statistics 2010-2011 (মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার) তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে স্কুল ছুটের হার প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে ৬৩.৫%। এই হার জাতীয় গড়ের অধিক। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রীদের স্কুলে ধরে

রাখতে এবং বাল্যবিবাহ রুখতেই এই প্রকল্পের আনয়ন। প্রকল্পটি রূপায়ণের ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ ২০১৪ সালের ১৪ই আগস্ট কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠানে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ওই সময় পর্যন্ত ১২০০ টি বিদ্যালয়ের ১৬ লক্ষ ছাত্রী এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কন্যারা 'কন্যাশ্রী' নামে পরিচিত। ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত আবেদনকারীর সংখ্যা ৩,০৬,২৯,৭৫৫ যার মধ্যে অনুমোদিত আবেদনকারীর সংখ্যা ৩,০৩,৬৩,০৯০ জন। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের মেয়েদের অর্থের অভাবে যাতে লেখাপড়া বন্ধ না হয়, তারা যাতে উচ্চশিক্ষাভিমুখী হতে পারে তা নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এটি একটি শর্তসাপেক্ষ নগদ হস্তান্তর প্রকল্প (Conditional Cash Transfer Scheme)। এই শর্তসাপেক্ষ হস্তান্তর প্রকল্পটি দুটি স্তরে বিভক্ত- প্রথম ক্ষেত্রে বার্ষিক ৭৫০/- টাকা পাওয়া যাবে, তবে এক্ষেত্রে শর্ত গুলি হল ছাত্রীর বয়স ১৩ বছরেরর অধিক এবং ১৮ বছরের কম হতে হবে, ছাত্রীকে অন্তত অষ্টম শ্রেণীতে পড়তে হবে, ছাত্রীর পারিবারিক আয় বাৎসরিক অনধিক এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা হতে হবে এবং ছাত্রীকে অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে। এই স্তরটি ক১ (K1) স্তর নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টি হল এককালীন ২৫,০০০/- নগদ বৃত্তি, যা পাবার শর্তগুলি হল - আবেদন করার দিন পর্যন্ত ছাত্রীর বয়স হতে হবে ১৮ বছরের বেশি এবং ১৯ বছরের কম এবং ছাত্রীকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কারিগরি, বৃত্তিমূলক, ক্রীড়াবিষয়ক ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ে নিবন্ধীকৃত প্রতিষ্ঠানে পাঠরত হতে হবে। এই স্তরটি ক২ (K2) স্তর নামে পরিচিত। এছাড়া উচ্চ শিক্ষার জন্যও রয়েছে কন্যাশ্রী বৃত্তি। স্নাতকোত্তরে পাঠরত কন্যাশ্রীরা এই বৃত্তির আবেদন করতে পারেন। এই স্তরটি ক৩ (K3) স্তর নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটি শর্ত হল স্নাতকে অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে উক্ত শর্তগুলি শিথিল করার কথা বলা হয়েছে - বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বালিকা, বিচারাধীন আবাসিক কিশোরী, অনাথ শিশু কন্যার ক্ষেত্রে পারিবারিক আয়ের কোনো উর্দ্ধসীমা নেই; এছাড়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বালিকাদের প্রথম স্তরের বৃত্তির ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণীর নিম্নে পাঠরত হলেও অন্যান্য শর্তগুলো পূরণ হলেই অনুদান পাবেন। এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল আবেদনকারীর প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে। এর নেপথ্যে প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে কন্যাশ্রীদের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণকে দাবি করা হয়েছে। এক কথায় শিক্ষা ও স্বাবলম্বিতার মাধ্যমে নারীর মান উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়নই যেন এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।[১৮]

উক্ত প্রেক্ষাপটে গবেষক Biswas ও Deb (2019) তাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধে বলেন, নারীর সার্বিক মর্যাদা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল শিক্ষা। তবে একুশ শতকেও নারী শিক্ষা একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জের বিষয়। শুধু শিক্ষা নয় মৌলিক অধিকার ও নুন্যতম সুযোগ-সুবিধাগুলি থেকেও তারা বঞ্চিত। এই পরিস্থিতিতে একটি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মানব সম্পদ হিসেবে নারীর অধিকারকে সুরক্ষিত করতে, তার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নগদ হস্তান্তর মূলক প্রকল্পটির কথা ভাবা হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা শিক্ষা, কর্মসংস্থান (উচ্চশিক্ষা, ব্যবসা, উৎপাদন, হর্টিকালচার, সেলাই, দুস্থদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা, ...) ইত্যাদি ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পের কার্যকরী ভূমিকার প্রভাবের কথাই বলেন।[১৯] গবেষক Bhattacharya এবং Deb (2021) তাদের লেখায় উল্লেখ করেন যে, কন্যাশ্রী প্রকল্প আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মেয়েদের জীবনযাত্রার বিকাশ ঘটাচ্ছে, তাদের আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলে স্বাধিকার সম্পর্কে সচেতন করছে। এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা কেবলমাত্র এর দ্বারা শিক্ষাই লাভ করে না, এর পাশাপাশি তা তাদের উপার্জনের উপায়, সুস্বাস্থ্য ও উন্নততর জীবনেরও সন্ধান দেয় যা নারীর ক্ষমতায়নকে নির্দেশ করে।[২০] আবার উক্ত প্রকল্পটির ঘোষিত লক্ষ্য পূরণের সফলতা দাবি করে অন্য দুই গবেষক Dutta এবং Sen (2021) তাদের গবেষণা বিষয়ের মূল্যায়নে কিশোরী মেয়েদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার বদলের কথাও উল্লেখ করেন। তারা আরও বলেন, বাল্যবিবাহ ও বিদ্যালয়ছুট হ্রাসের সাথে সাথে যুবতি মেয়েদের নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি সহায়ক হয়ে উঠেছে।[২১]

শুধুমাত্র গবেষণালব্ধ ফলাফল নয়, এক সময় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনেও পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন তথা ক্ষমতায়নে কন্যাশ্রী প্রকল্প এবং কন্যাশ্রী মেয়েদের তৎপরতার উল্লেখও পাওয়া গেছে। তা সে আত্মরক্ষার্থে ক্যারাটে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা[২২] হোক, কিংবা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে তৎপরতা,[২৩] অথবা ডেঙ্গু সচেতনতা প্রচার,[২৪] সর্বোপরি সকল কন্যাশ্রীদের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে জেলা স্তরে কন্যাশ্রী ক্লাব এবং

সংঘ তৈরির মতো উৎকৃষ্ট সব উদাহরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া রাজ্য সরকারি মন্ত্রকের তরফেও বারংবার পরিসংখ্যান দিয়ে প্রকল্পটির সাফল্যের কথাও জানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কন্যাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গৃহীত উক্ত প্রকল্পটি রূপায়িত হবার পর বছর ঘুরতেই জাতিসংঘের প্রশংসাও কুড়িয়েছে। প্রকল্পের চিন্তক ব্যানার্জি (২০১৮) বক্তব্য পেশ করে বলেছেন, ‘কন্যাশ্রী আজ বিশ্বশ্রী - তে পরিণত হয়েছে।’[২৫]

উক্ত শর্তসাপেক্ষ নগদ হস্তান্তর মূলক প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য নগদ অনুদান প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের মেয়েদের শিক্ষায় ধরে রেখে তাদের সামাজিক অবস্থানের উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নির্বাচিত কিছু মহিলা মহাবিদ্যালয়ের মেয়েদের মধ্যে সংঘটিত একটি সমীক্ষায় উত্তরদাতাদের কাছে শিক্ষার প্রসারে কন্যাশ্রী প্রকল্পের ভূমিকা জানতে চাওয়া হয়। আকর্ষণীয় ভাবে তাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের নিরিখে যে বিষয়গুলি উঠে আসে তা হল - এই প্রকল্পের দরুন নিঃসন্দেহে বহু কন্যাশ্রী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। অনুদান ভিত্তিক সহায়তা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানমুখী করেছে ঠিকই তবে শ্রেণিকক্ষে অনিয়মিত উপস্থিতি; পরীক্ষার ফলাফল, উচ্চশিক্ষা, জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ প্রভৃতি সম্পর্কে একপ্রকার দৃঢ়তার অভাব তাদের গঠনমূলক শিক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির হার নয় এককালীন নগদ অনুদান প্রাপ্তির পরেই সহপাঠীদের শিক্ষাছুট হয়ে যাওয়ার; আবার কারো জোরপূর্বক বিবাহ দিয়ে দেওয়ার তথ্যও বেশ উদ্বেগের। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি মুক্ত চিন্তার অধিকারী হয়ে ওঠে। ঠিক, ভুল বিচার করে প্রশ্ন করতে শেখে। শিক্ষাই পারে সমস্ত রকম মলিনতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা দূর করে মানুষকে সচেতন করে তুলতে। তবে এই লিঙ্গভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সামাজিক অবস্থান, তাদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মোটের উপর সকল উত্তরদাতার বক্তব্যে নারীর জন্য সমাজে প্রচলিত বিধি-নিষেধের কথা উঠে এলেও সেগুলো মোকাবিলার ক্ষেত্রে তাদের সচেতনতা এবং পদক্ষেপের বিষয়ে তেমন কোনো চিন্তাভাবনার প্রকাশ চোখে পড়েনি। স্বাবলম্বিতার প্রশ্নে তারা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতাকেই সার্বিক বলে দাবি করেছেন। কেউ কেউ নিজেদেরকে দৃঢ়তার সাথে স্বাধীনচেতা, সচেতন দাবি করলেও অনেকেই পারিবারিক ক্ষেত্র; ব্যক্তিগত জীবনের নানা দিক যেমন- উচ্চ শিক্ষা, পছন্দের পেশা নির্বাচন, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে এমনকি প্রাপ্ত নগদ অনুদান ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারটুকু থেকেও বঞ্চিত। কেউ কেউ আবার উক্ত এককালীন নগদ প্রাপ্তির কারণ সম্পর্কেও অবগত নন। কিছু কন্যাশ্রী ডিগ্রি অর্জনের পর আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হতে চান বলে জানান, তবে পরিবারের সমর্থন পেলে। অধিকাংশ সুবিধাভোগীরা নগদ অনুদানের প্রতি আগ্রহী হলেও উক্ত প্রকল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন নন। এমনকি প্রকল্পের রূপরেখার কোনরূপ বদল আবশ্যিক কিনা জানতে চাওয়া হলেও তারা আর্থিক অনুদান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথাই তুলে ধরেছেন। সর্বোপরি উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে বারংবার তারা কেবলমাত্র আর্থিক স্বনির্ভরতার কথা বলেছেন যা এবিষয়ে তাদের ধারণার অভাবকেই নির্দেশ করে।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ক্ষমতায়ন হল উন্নয়ন আলোচনার এক গতিশীল উপাদান। মূলত ৯০-এর দশক থেকেই উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা জোরালো হয়ে ওঠে। এই ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নারীবাদী তাত্ত্বিক Naila Kabeer (2005)-এর বক্তব্য অনুসরণ করে বলা যায়, ক্ষমতায়ন সম্পদ, মাধ্যম এবং অর্জনের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ আন্তঃসম্পর্কের সমাহার। তিনি আরও বলেন, ব্যক্তি হিসেবে একজন নারীর আচরণ, বিচরণসহ যাবতীয় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার নিজস্ব পছন্দের ক্ষমতাই আসলে নারী ক্ষমতায়ন।[২৬] উক্ত শর্তসাপেক্ষ নগদ অনুদানভিত্তিক প্রকল্পটির ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলির যথাযথ বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রকল্পটি শিক্ষাকে হাতিয়ার করে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছিল। সরকারের তরফে ও বিবিধ অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণাগুলিতে কিছু পরিসংখ্যানগত তথ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিপুল সংখ্যক কিশোরী মেয়েদের শিক্ষায় নথিভুক্তিকরণকে নারী সাক্ষরতা তথা নারী শিক্ষার উচ্চহার রূপে তুলে ধরা হয়েছে এবং আর্থিক অনুদানের নিরিখে কন্যাশ্রীদের স্বাবলম্বীতার কথাও বলা হয়েছে। অন্যদিকে, একথাও ঠিক যে প্রকল্প রূপায়ণের এক বছরের মধ্যেই বিশ্বজোড়া সাফল্য নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গকে গোটা বিশ্বের সামনে চরম শিখরে উন্নীত করেছে। পিছিয়ে পড়া, প্রান্তিক পরিবারের কন্যাদের কাছে এই প্রকল্প যেন আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে উঠেছে। এতদ্ সত্ত্বেও আজ প্রকল্প রূপায়ণের এক দশক অতিক্রান্ত হবার পর নারীর মর্যাদাগত অবস্থান উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়নে কন্যাশ্রী প্রকল্প কতখানি তৎপর তা

অন্বেষণে নারী শিক্ষার প্রসার ও স্বাবলম্বীতা নিশ্চিতকরণে কন্যাশ্রী প্রকল্পের ভূমিকা এবং নারীর অবস্থান ও সচেতনতার যে ছবি সুবিধাভোগীদের কণ্ঠে ফুটে উঠেছে তাও তো কতগুলি প্রশ্নেরই সঞ্চার করেছে। শিক্ষায় ব্রতী থাকা এবং সর্বোপরি মানসম্মত শিক্ষায় ব্রতী থাকার বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। প্রশ্ন থেকেই যায় যে উচ্চশিক্ষার মান ও তাৎপর্য কি কোথাও পরিসংখ্যান ও আর্থিক অনুদানের ভিড়ে চাপা পড়ে যাচ্ছে? নারীর স্বাবলম্বীতা, তার সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতার অভাব কি কন্যাশ্রীদের গঠনমূলক শিক্ষার অভাবকেই প্রকট করে তুলছে? প্রকল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েও প্রকল্প ও তার ভূমিকা সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণার অভাব কি সচেতনতামূলক প্রচার ও সাংগঠনিক দক্ষতার অভাবকেই নির্দেশ করছে? সর্বোপরি এই দীর্ঘ সময় পার করে কন্যাশ্রী কি তার অভিষ্ঠ লক্ষ্য পূরণে ধীরে ধীরে গতি হারিয়ে অনুদান ভিত্তিক সহায়তায় সীমিত হচ্ছে? আর্থিক স্বাবলম্বীতা তো ক্ষমতায়নের একমাত্র মাপকাঠি নয়। সুযোগের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনই ক্ষমতায়ন। এই প্রেক্ষাপটে যেখানে আজও নারী উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়ন, সাবলম্বীতা ইত্যাদি বিষয়ে কন্যাশ্রীদের স্বচ্ছ ধারণার অভাব বিদ্যমান সেখানে নারীর সামাজিক অবস্থান উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়নে কন্যাশ্রী প্রকল্প আদতে তৎপর কিনা এই প্রশ্নই প্রকট হয়।

Reference:

১. Geetha, Vanga. Patriarchy, Stree, New Delhi, 2007, p. 4-29
২. Kumar, Krishna. 'Culture, State and Girls: An Educational Perspective'. Economic and Political Weekly, Vol. XLV, No. 17, 2010, p. 75-84
৩. Biswas, Santu. 'Educational Status of Women in West Bengal'. Journal of Engineering Technologies and Innovative Research, Vol. 4, Issue. 11, 2017, p. 928-940
৪. Suguna, M. 'Education and Women Empowerment in India'. International Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 1, Issue. 8, 2011, p. 198-204
৫. সেন, অমর্ত্য, 'উন্নয়ন ও স্বক্ষমতা', কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার, কোলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২২
৬. তদেব, পৃ. ২২
৭. https://wcdsw.wb.gov.in, 07 September, 2024, Time-3:00 pm
৮. Roy, Sangeeta. 'Educational Status of Women in the Vedic Period : An Introduction'. International Journal of Applied Research, Vol. 3, Issue. 8, 2017, p. 357-358
৯. Banerjee, Sobhan. 'Empowering Women, Developing Society: Female Education in West Bengal versus India'. International Journal of Social Science and Humanities Research, Vol. 3, Issue. 3, 2015, p. 341-347
১০. Banerjee, Anirban. 'Vidyasagar and the Education of Women in 19th Century Bengal and its Contemporary Relevance'. Research Gate, 2022, https://www.researchgate.net/publication/359518562
১১. Gull, Rashida. 'Of Feminism, Colonialism and Nationalism in India : Drawing A Relationship'. The International Journal of Social Sciences, Vol. 19, No. 1, 2014, pp. 19-31
১২. Patra, Nilava. 'Education of Women : Swami Vivekananda and Mahatma Gandhi', Philosophy and the Life-World, Vol. 23, 2021, p. 86 – 92
১৩. https://vikaspedia.in, 07 September, 2024, Time-5:00 pm
১৪. Pallavi, Swarnika. 'Women Education in the Post Independence Era', Universe

International Journal of Interdisciplinary Research, Vol. 01, Issue. 05, 2020, p. 74-79

১৫. https://censusindia.gov.in, 08 September, 2024, Time-2:00 pm

১৬. Ghosh, Biswajit. 'Early Marriage of Girls in Contemporary Bengal : A Field View'. Social Change, SAGE Publication, Vol. 41, No. 1, 2011, pp. 41-61

১৭. http://wbcdwdsw.gov.in/User/wcdw_stat, 08 September, 2024, Time-5:00 pm

১৮. https://www.wbkanyashree.gov.in/kp_4.0/index.php, 14 September, 2024, Time-1:05 pm

১৯. Biswas, Subrata, and Prasenjit Deb. "Impact of Kanyashree Prakalpa in Empowering Adolescent Girls of Jalangi in Murshidabad District of West Bengal: Participation of Public". Think India Journal, Vol. 22, Issue. 35, 2019, p. 965-981

২০. Bhattacharya, Sudip, and Prasenjit Deb. 'A Study on Searching for Freedom : A Theme of Kanyashree Girls of Chakdaha Community Development Block in Nadia District of West Bengal'. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, Vol. 7, Issue. 8, 2021, pp. 5785-5797

২১. Dutta, Arijita, and Anindita Sen. 'Kanyashree Prakalpa in West Bengal, India : Justification and Evaluation'. International Growth Centre, S-35321-INC-1, 2021, p. 65-70

২২. মুখোপাধ্যায়, সেবাব্রত, 'কন্যাশ্রী যোদ্ধাদের জন্য পার্ক মুর্শিদাবাদ এ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭, https://www.anandabazar.com/west-bengal/kanyashree-park-for-student-inmurshidabad-1.673340

২৩. নিজস্ব সংবাদদাতা, 'বান্ধবীর বিয়ে রুখলো কন্যাশ্রী', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ই নভেম্বর, ২০১৭, https://www.anandabazar.com/west-bengal/bardhaman/kanyashree-girls-stopped-the-marriage-of-their-friend-1.704742

২৪. হাজরা, বিমান, 'ডেঙ্গি আতঙ্ক রুখতেও ভরসা সেই কন্যাশ্রীরা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ শে জুলাই, ২০১৭, https://www.anandabazar.com/west-bengal/nadia-murshidabad/kanyashrees-are-doing-campaign-to-stop-the-fear-among-people-on-dengue-1.650507

২৫. ব্যানার্জি, মমতা, 'কন্যার চোখে কন্যাশ্রী', তৃতীয় সংকলন, কলকাতা, দে পাবলিশার, ২০১৮

২৬. Kabeer, Naila. 'Gender Equality and Women's Empowerment : A Critical Analysis of the third Millennium Development Goals', Taylor & Francis, Ltd. on behalf of Oxfam GB, 2005, pp. 13-24 https://www.jstor.org/stable/20053132, 11 September, 2024, Time-9:00 pm